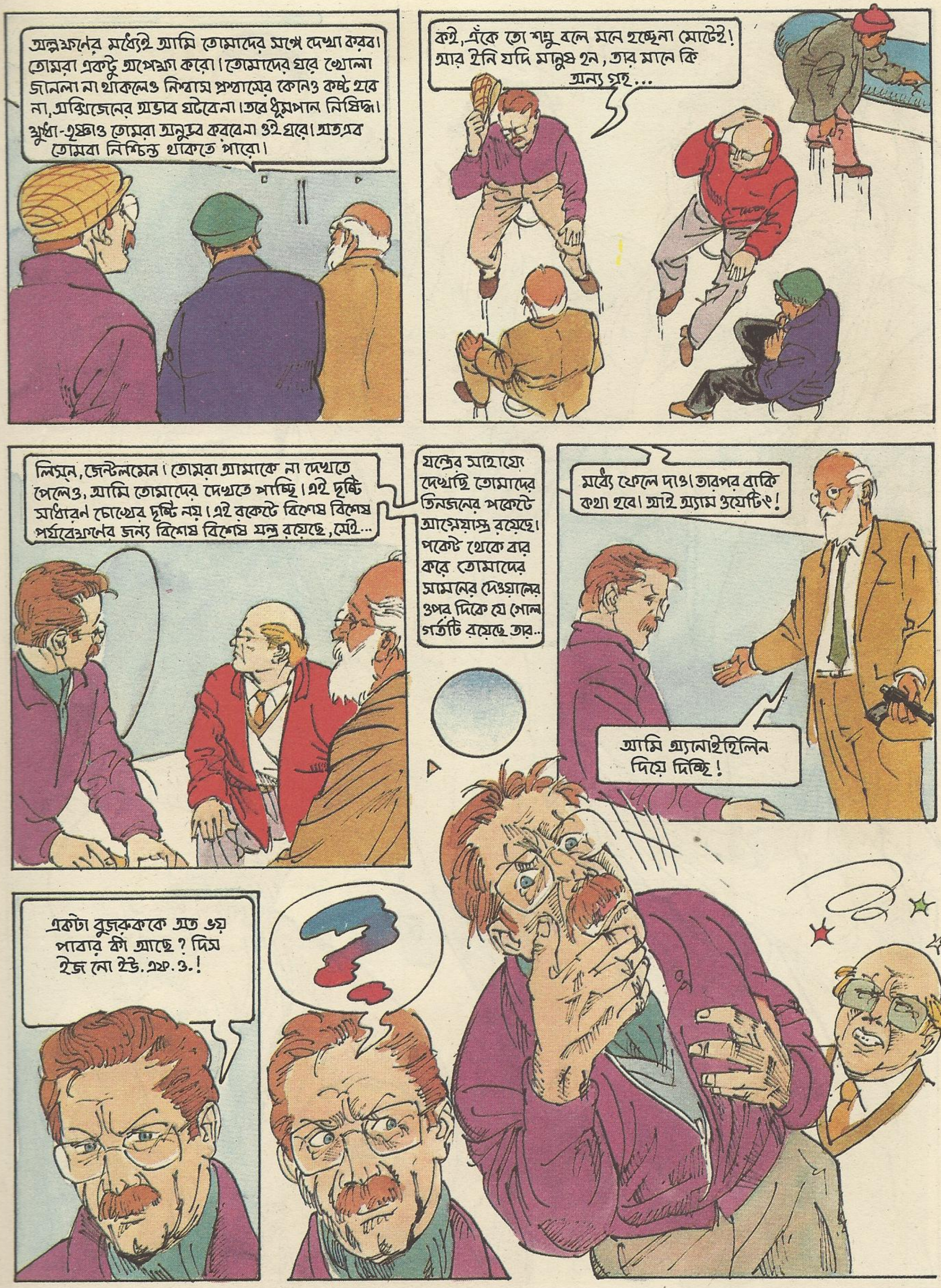
অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। তোমরা একটু অপেক্ষা করো। তোমাদের ঘরে খোলা জানলা না থাকলেও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও কষ্ট হবে না, অক্সিজেনের অভাব ঘটবেনা। তবে ধূমপান নিষিদ্ধ। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তোমরা অনুভব করবেনা ওই ঘরে। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।
কই, এঁকে তো শত্রু বলে মনে হচ্ছেনা মোটেই! আর ইনি যদি মানুষ হন, তার মানে কি অন্য গ্রহ...
লিসন, জেন্টলমেন। তোমরা আমাকে না দেখতে পেলেও, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। এই দৃষ্টি সাধারন চোখের দৃষ্টি নয়। এই বকেটে বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্র রয়েছে, সেই...
যন্ত্রের সাহায্যে দেখছি তোমাদের তিনজনের পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। পকেট থেকে বার করে তোমাদের সামনের দেওয়ালের ওপর দিকে যে গোল গর্তটি রয়েছে তার..
মধ্যে ফেলে দাও। তারপর বাকি কথা হবে। আই অ্যাম ওয়েটিং!
আমি অ্যানাইহিলিন দিয়ে দিচ্ছি!
একটা বুজরুককে অত ভয় পাবার কী আছে? দিস ইজ নো ইউ.এফ.ও.!

ফেলে দাও আগ্নেয়াস্ত্র! মূর্খের মতো জিদ কোরো না! তোমাদের মরন বাঁচন এখন আমার হাতে!
দিয়ে দিন!! --- দিয়ে দিন!!
ওঃ!
থ্যাঙ্ক ইউ জেন্টলমেন!!!
আর একটু হলেই বোধহয় প্রানটা যেত!
?!
!?
কার বোনি!
?

ওয়েল, জেন্টলমেন, প্রথমেই বলে রাখি যে, আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, কাজেই আমার গায়ে হাত তুলতে এসো না।
এই রকেটের মালিক কি তুমি?
আপাতত আমি।
আপাতত মানে? আগে কে ছিল?
যাদের সঙ্গে আমি আজ পনেরো বছর ধরে যোগাযোগ করে আসছি, তারা। এক-কালে তুমিও করেছিলে। আলফা সেন্টরির একটি গ্রহের প্রাণী। তারা যে আসছে, সে-কথা তারা আমায় জানিয়েছিল। আমি তাদের জন্য প্রস্তুত ছিলাম।
কী ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছিল তোমাদের মধ্যে?
প্রথমে গাণিতিক ভাষায়, পরে মুদ্রার সাহায্যে। ইচ্ছা ছিল ইংরাজি অথবা ইটালিয়ানটা শিখিয়ে নেব কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।
কেন?
এখানে আসার কদিন পরেই তারা অসুখে পড়ে।
অসুখ?
হ্যাঁ ফ্লু। পৃথিবীর ভাইরাসের হাত থেকে তারা রেহাই পায়নি। তিন-জন ছিল, তিনজনই মারা যায়। অবিশ্যি আমার কাছে ওষুধ ছিল, কিন্তু কাজে লাগাইনি।
কেন?
কারণ তাদের বাঁচতে দেবার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। তারা ছিল মূর্খ!
মূর্খ!!

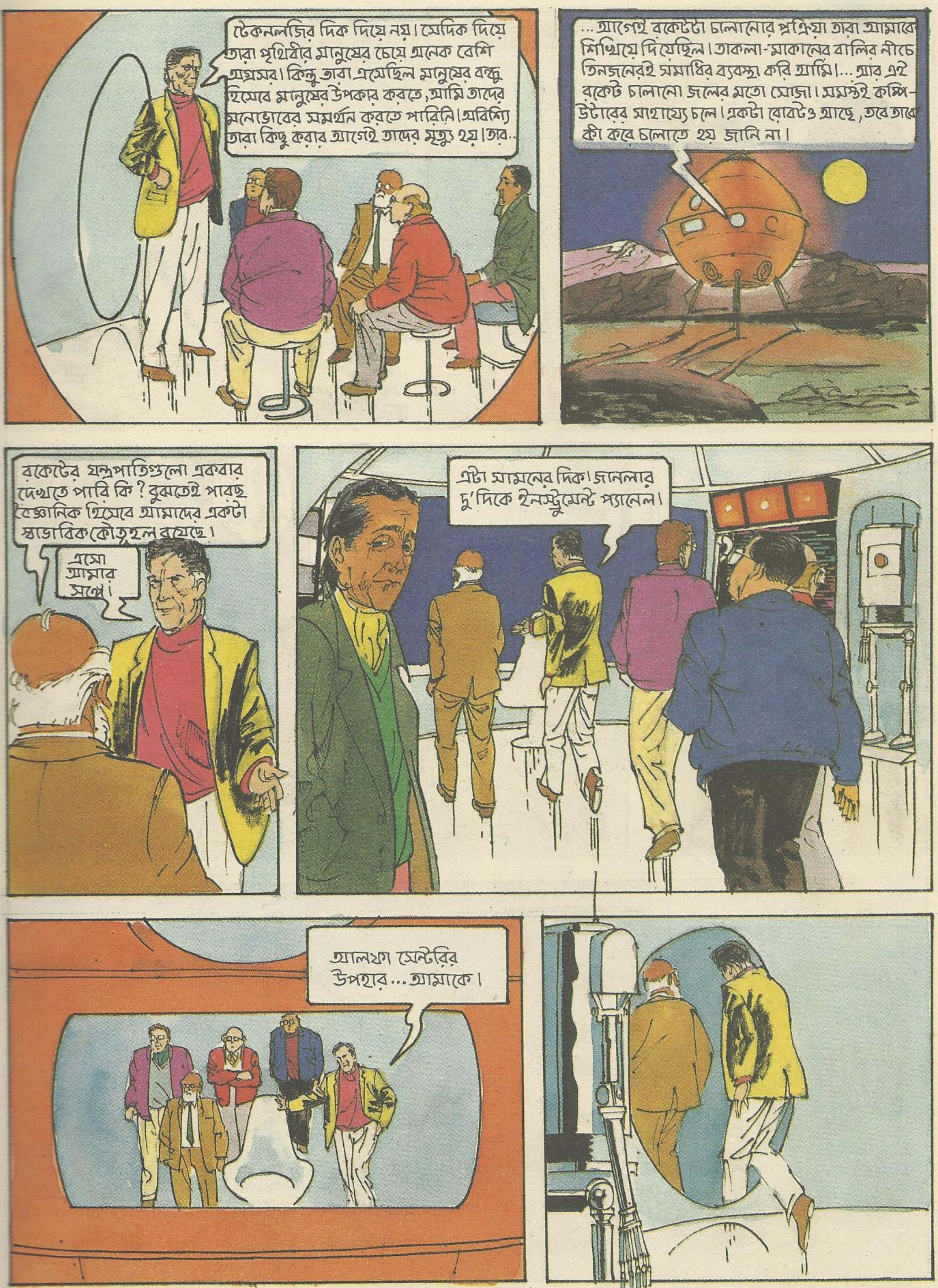
টেকনলজির দিক দিয়ে নয়। সেদিক দিয়ে তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু তারা এসেছিল মানুষের বন্ধু হিসেবে মানুষের উপকার করতে, আমি তাদের মনোভাবের সমর্থন করতে পারিনি। অবিশ্যি তারা কিছু করার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। তার...
...আগেই রকেটটা চালানোর প্রক্রিয়া তারা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। তাকলা-মাকানের বালির নীচে তিনজনেরই সমাধির ব্যবস্থা করি আমি।... আর এই রকেট চালানো জলের মতো সোজা। সমস্তই কম্পি-উটারের সাহায্যে চলে। একটা রোবটও আছে, তবে তাকে কী করে চালাতে হয় জানি না।
রকেটের যন্ত্রপাতিগুলো একবার দেখতে পারি কি? বুঝতেই পারছ বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমাদের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল রয়েছে।
এসো আমার সঙ্গে।
এটা সামনের দিক। জানলার দু'দিকে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল।
আলফা সেন্টরির উপহার... আমাকে।

আপাতত পৃথিবীতে কিছু কাজ আছে। সেগুলো সেরে পাড়ি দেব মহাকাশে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডি পেরিয়ে গেলে রকেট চলবে আলোক-তরঙ্গের গতিতে — অর্থাৎ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। যে গ্রহ থেকে এই রকেট এসেছে সেখানে পৌঁছোতে লাগবে দশ বছর।
তারপর ?
তারপর আর কী! পৃথিবীর ওপর ত কোনও আকর্ষণ নেই আমার, মৃত্যুভয়ও নেই। দু'বার এর আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর মায়া অনেকদিন কাটিয়েছি। কাজেই যাত্রাপথেও যদি মৃত্যু ঘটে, তা হলেও কোনও খেদ নেই।
পৃথিবীতে যে কাজের কথা বলছ সেটা কী ?
তার কিছু কাজ তোমাদের আজকেই করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা জায়গায় বোসো, আমি রকেটটা চালু করে দিই।
?!
কিছুক্ষণ চলার পর…
দেখ, উল্কাপাত !
কোথায় ? কোথায় ?

তারপর বরফের পাহাড় ...
আমরা নামতে শুরু করেছি। বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি।
কোথাকার পর্বতশ্রেণী এটা?
নীচে যে বরফ দেখছ সেটা আল্‌পসের।
কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?
আমার দেশে।
ইটালি?
??
!!

রোম! ওই যে কলিসিয়াম!
শোনো। পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষ আমার কী সর্বনাশ করেছিল শোনো। আমার নকশায় তৈরি টুরিনের স্টেডিয়াম কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ন আর্কিটেক্টের ষড়যন্ত্রের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। দোষটা পড়েছিল আমার ঘাড়ে। আমার মানসম্মান ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল তার ফলে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমাকে করে দিয়েছে এই ভিন্‌-গ্রহের রকেট। কী ভাবে তোমরা আজ দেখবে চোখের সামনে।
এইফেল টাওয়ার, আংকোর ভাট, পার্থেনন.... এই সবই কারবোনির কাজ!
মাইন গট !! কান্ট উই ডু সামথিং ?
মাই গড !!!
ডু সামথিং!!
!?
?!
!?

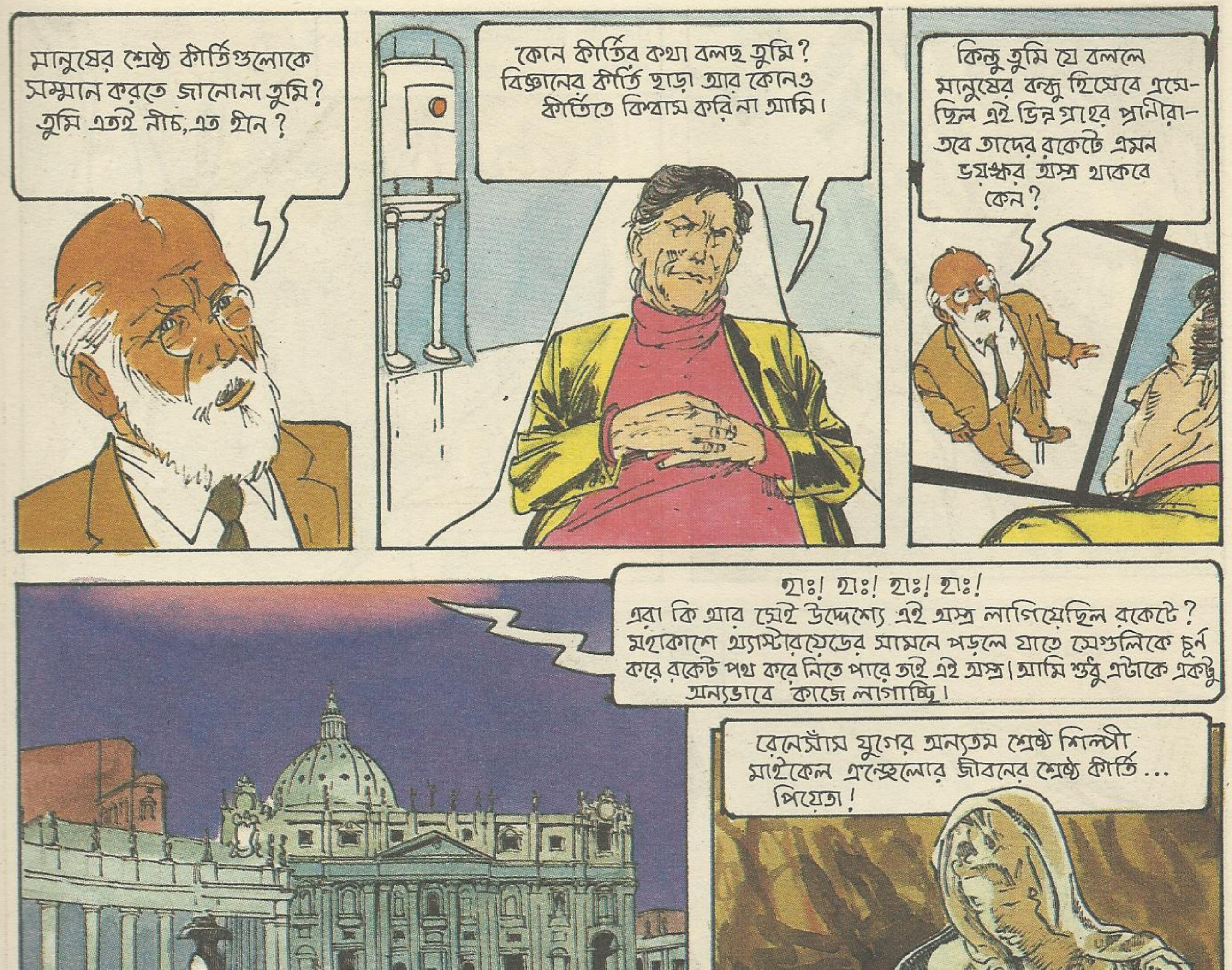
মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোকে সম্মান করতে জানো না তুমি? তুমি এতই নীচ, এত হীন?
কোন কীর্তির কথা বলছ তুমি? বিজ্ঞানের কীর্তি ছাড়া আর কোনও কীর্তিতে বিশ্বাস করি না আমি।
কিন্তু তুমি যে বললে মানুষের বন্ধু হিসেবে এসেছিল এই ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা- তবে তাদের রকেটে এমন ভয়ঙ্কর অস্ত্র থাকবে কেন?
হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!
এরা কি আর সেই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র লাগিয়েছিল রকেটে? মহাকাশে অ্যাস্টারয়েডের সামনে পড়লে যাতে সেগুলিকে চূর্ণ করে রকেট পথ করে নিতে পারে তাই এই অস্ত্র। আমি শুধু এটাকে একটু অন্যভাবে কাজে লাগাচ্ছি।
রেনেসাঁস যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ... পিয়েতা!
দু-ড়ু-ম!

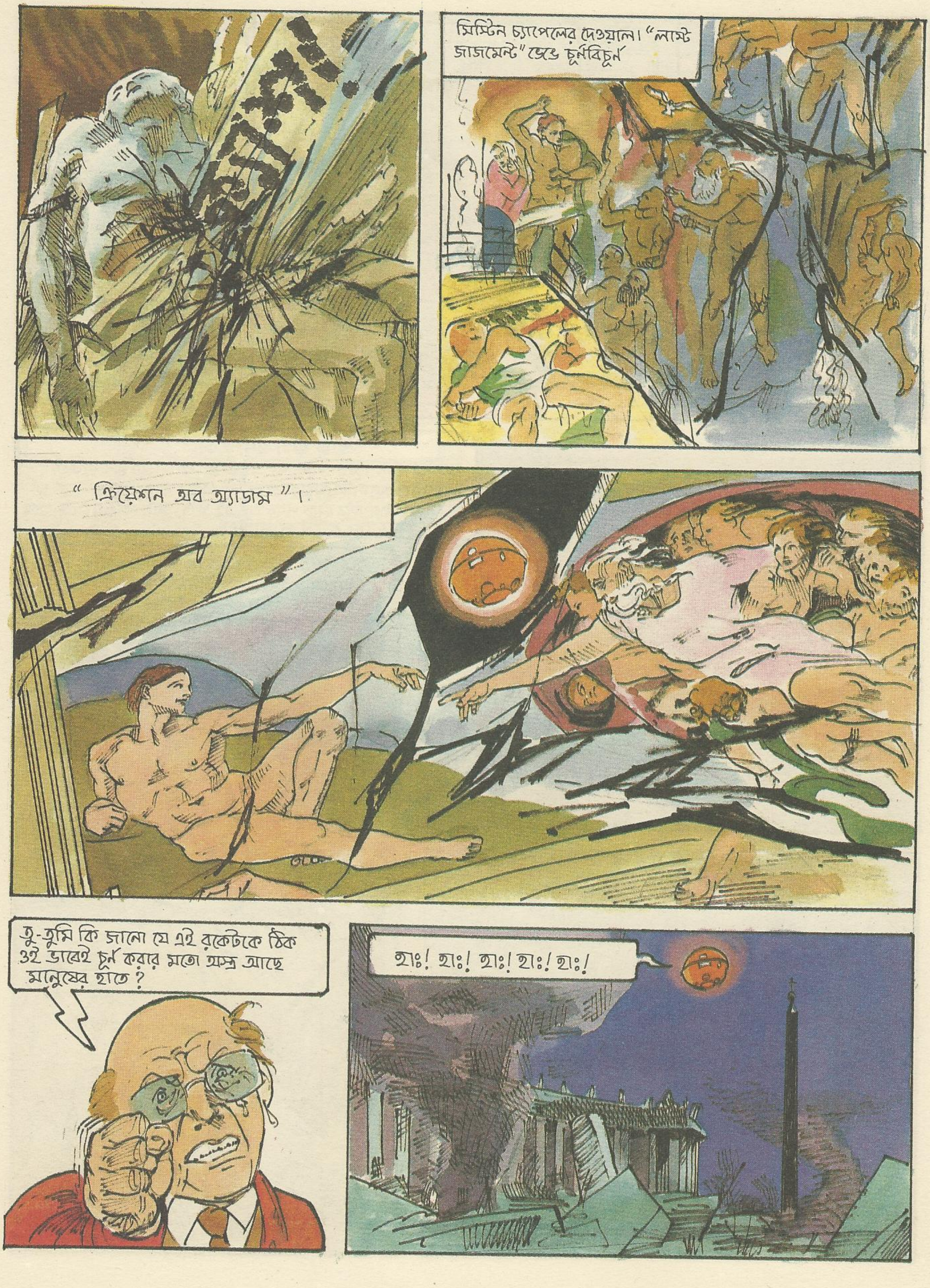
সিস্টিন চ্যাপেলের দেওয়াল। "লাস্ট জাজমেন্ট" ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ
" ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম " ।
তু-তুমি কি জানো যে এই রকেটকে ঠিক ওই ভাবেই চূর্ণ করার মতো অস্ত্র আছে মনুষের হাতে ?
হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

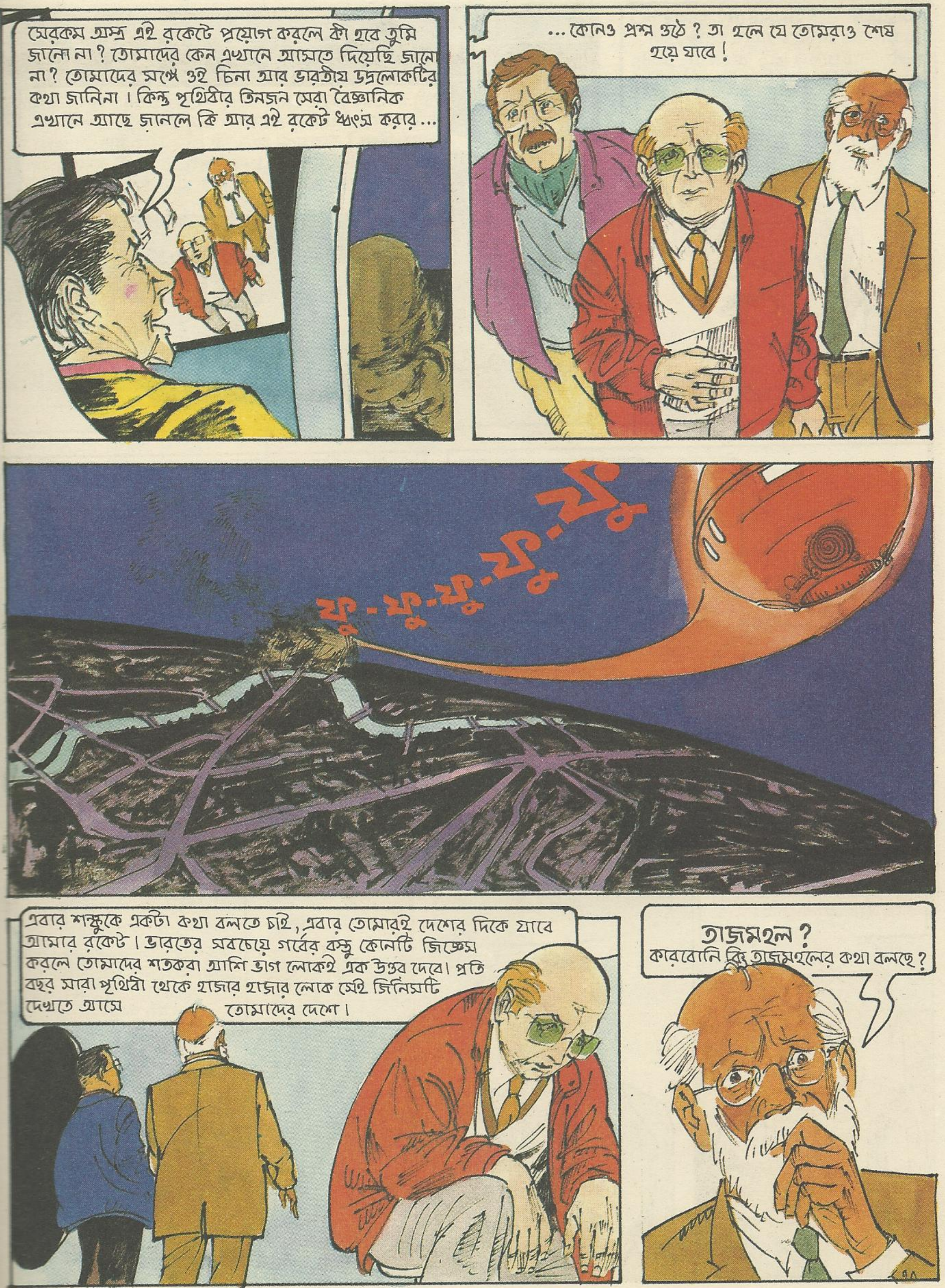
সেরকম অস্ত্র এই রকেটে প্রয়োগ করলে কী হবে তুমি জানো না? তোমাদের কেন এখানে আসতে দিয়েছি জানো না? তোমাদের সঙ্গে ওই চিনা আর ভারতীয় ভদ্রলোকটির কথা জানিনা। কিন্তু পৃথিবীর তিনজন সেরা বৈজ্ঞানিক এখানে আছে জানলে কি আর এই রকেট ধ্বংস করার...
...কোনও প্রশ্ন ওঠে? তা হলে যে তোমরাও শেষ হয়ে যাবে!
ফু-ফু-ফু-ফু-ফু
এবার শঙ্কুকে একটা কথা বলতে চাই, এবার তোমারই দেশের দিকে যাবে আমার রকেট। ভারতের সবচেয়ে গর্বের বস্তু কোনটি জিজ্ঞেস করলে তোমাদের শতকরা আশি ভাগ লোকই এক উত্তর দেবে। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার লোক সেই জিনিসটি দেখতে আসে তোমাদের দেশে।
তাজমহল?
কারবোনি কি তাজমহলের কথা বলছে?

তোমার ধ্বংসের কি শেষ নেই, কারবোনি? যে পৃথিবীর মাটিতে মানুষ হয়েছ, তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর প্রতি কি তোমার একটুও মমতা নেই? শিল্পের কি কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে?
শুধু আমার কাছে কেন শঙ্কু? শিল্পের কোনও মূল্যই নেই। কারুর কাছেই থাকার কথা নয়। মানুষের কোন উপকারে আসে শিল্প? তাজমহল রইল কি গেল তাতে কার কী এসে যায়? সেন্ট পিটার্সের কী মূল্য? পার্থেননের কী মূল্য? অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকার কী মূল্য?
এই অমানুষের সঙ্গে কী তর্ক করব? অথচ লোকটা না বুঝলেও যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হতে চলেছে, সে ত বুঝতে পারছি.... তিলুবাবু!
কী হল?
ওই ওষুধটা আরেক ডোজ দেবেন কি?
জ্বর-জ্বর লাগছে নাকি?
না। মাথাটা খেলছে না।
আরেক ডোজে সেরিব্রিলান্টে কাজ হবে আশা করি।
আঃ!
পিকিং-এর ইম্পিরিয়াল প্যালেসকে আমরা এতদিন যত্ন করে জিইয়ে রেখেছি। তার মধ্যে যে চিনের কত শিল্পকীর্তি রয়েছে তার হিসেব নেই। সেটাও যদি যায়...

চোখের সামনে নৃশংস ব্যাপার ঘটে চলেছে, অথচ আমরা পাঁচজন পুরুষ শক্তিহীন, মুখ বুজে সব সহ্য করতে হচ্ছে ....
তাজমহল দেখিনি কখনও, জানো শঙ্কু? শুধু জানি আগ্রার ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড। বাকি কাজ করবে কম্পিউটার। ঠিক জায়গায় এনে ফেলবে রকেটকে .... বিজ্ঞানের কী মহিমা, ভেবে দেখ!
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছলাম তাজমহলের ওপরে....
তাজমহলকে চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হতে দেখতে হবে! এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল ছিল!
বিউটিফুল! বিউটিফুল!

চাঁদের আলোয় আর মশালের আলোয় পিঁপড়ের মতো হাজার হাজার লোক কী যেন করছে, আশ-পাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র সাদা পাথরের খন্ড!

?
?
এই ছিল, এই নেই — এ কি ভেল্‌কি?
কী হল! কোথায় গেল তাজমহল! চোখের সামনে দেখলাম চাঁদের আলোয়, তারপর হঠাৎ কোথায় গেল?
ধ্যানস্থ নকুড়চন্দ্র!
তোমার আশ্চর্য রকেট আমাদের এক বিগত যুগে নিয়ে এসেছে, কারবোনি! তাজমহল ত সবে তৈরি শুরু হয়েছে! দেখছ না হাজার হাজার লোক মশালের আলোয় শ্বেতপাথর নিয়ে কাজ করছে? যে জিনিস নেই, তাকে কী করে ধ্বংস করবে তুমি?
ননসেন্স!! নিশ্চয়ই আমার রকেটের যন্ত্রপাতিতে কোনও গন্ডগোল হয়েছে!
দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে!
এখনই ঠিক করে দিচ্ছি!
ছেড়ে দে আমায়

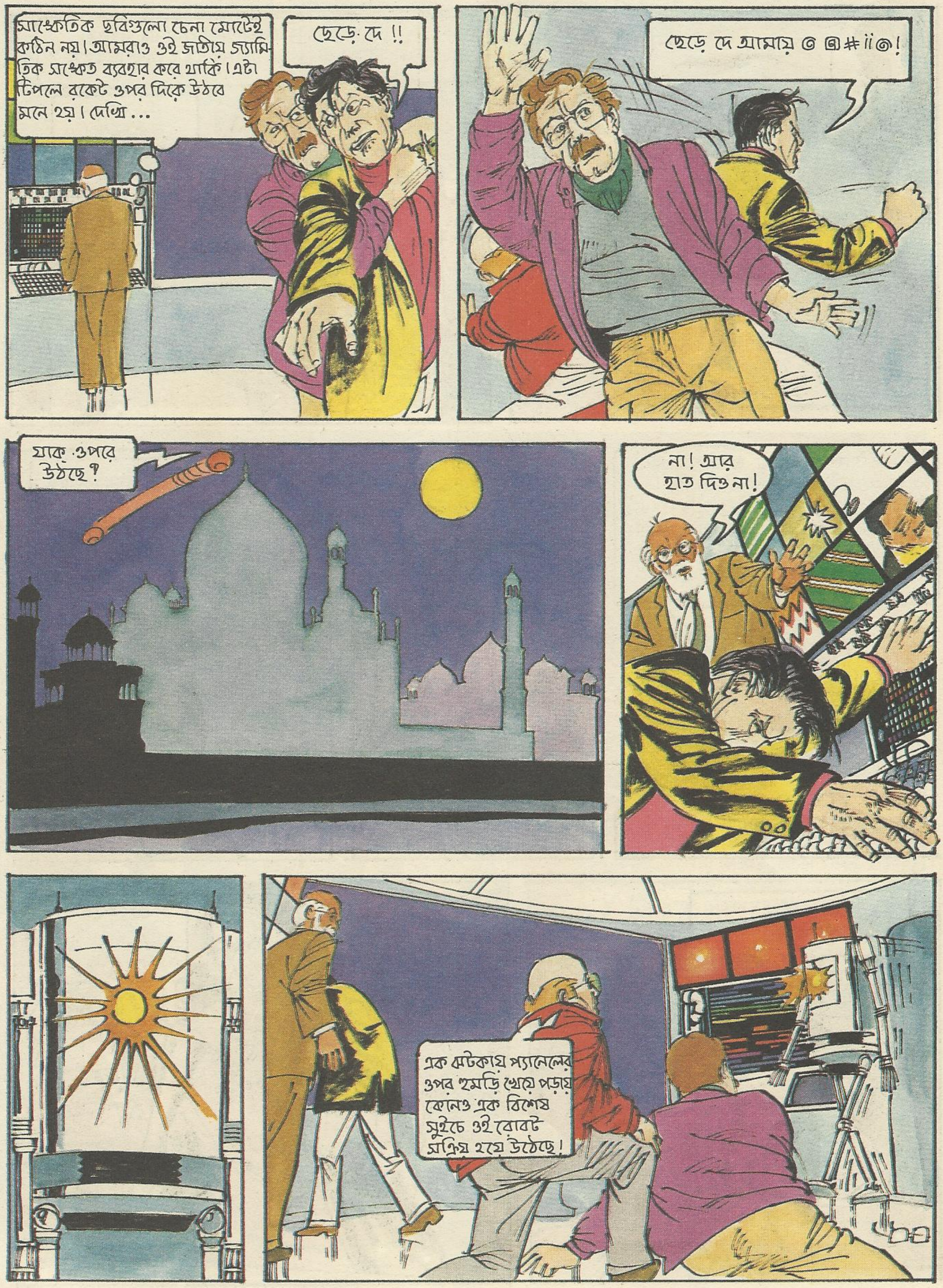
সাঙ্কেতিক ছবিগুলো চেনা মোটেই কঠিন নয়। আমরাও ওই জাতীয় জ্যামিতিক সঙ্কেত ব্যবহার করে থাকি। এটা টিপলে রকেট ওপর দিকে উঠবে মনে হয়। দেখি ...
ছেড়ে দে !!
ছেড়ে দে আমায়
যাক ওপরে উঠছে?
না! আর হাত দিও না!
এক ঝটকায় প্যানেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ায় কোনও এক বিশেষ সুইচে ওই রোবট সক্রিয় হয়ে উঠেছে!

?
!
বোঝাই যাচ্ছে এই রোবটের শেখানো বিদ্যের মধ্যে একটা হল : রকেটকে যে বিপন্ন করে এমন প্রাণীর সংহারসাধন।
রকেটের দোলানি থেমে গেছে।
আমাদের পাশের ঘরে যাওয়া উচিত।
তাই ভাল।
আমরা এখন হিমালয়ের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে উড়ে চলেছি।

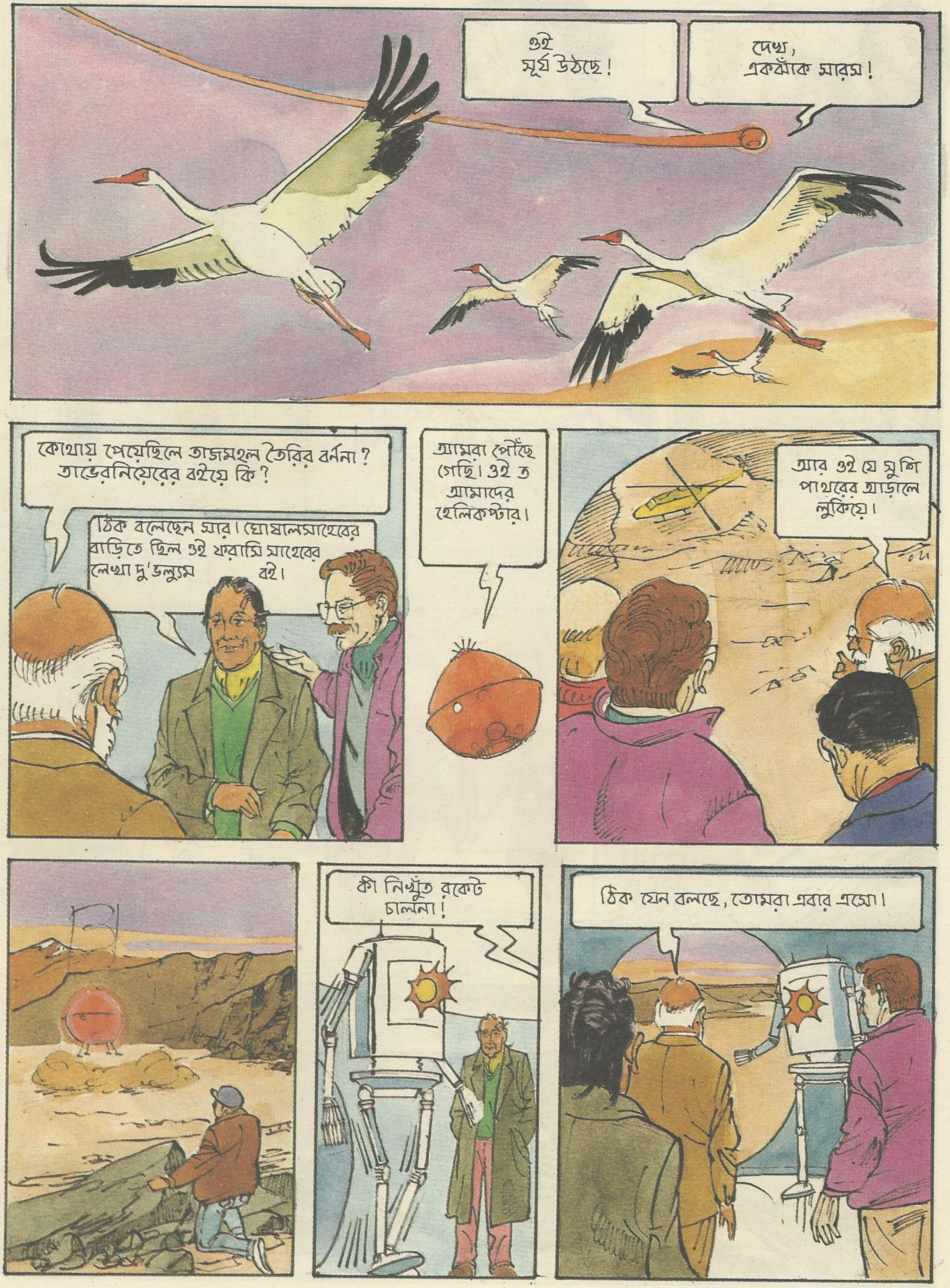
ওই সূর্য উঠছে!
দেখ, একঝাঁকে সারস!
কোথায় পেয়েছিলে তাজমহল তৈরির বর্ননা? তাভেরনিয়েরের বইয়ে কি?
ঠিক বলেছেন স্যার। ঘোষালসাহেবের বাড়িতে ছিল ওই ফরাসি সাহেবের লেখা দু'ভল্যুম বই।
আমরা পৌঁছে গেছি। ওই ত আমাদের হেলিকপ্টার।
আর ওই যে মুশি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে।
কী নিখুঁত রকেট চালনা!
ঠিক যেন বলছে, তোমরা এবার এসো।

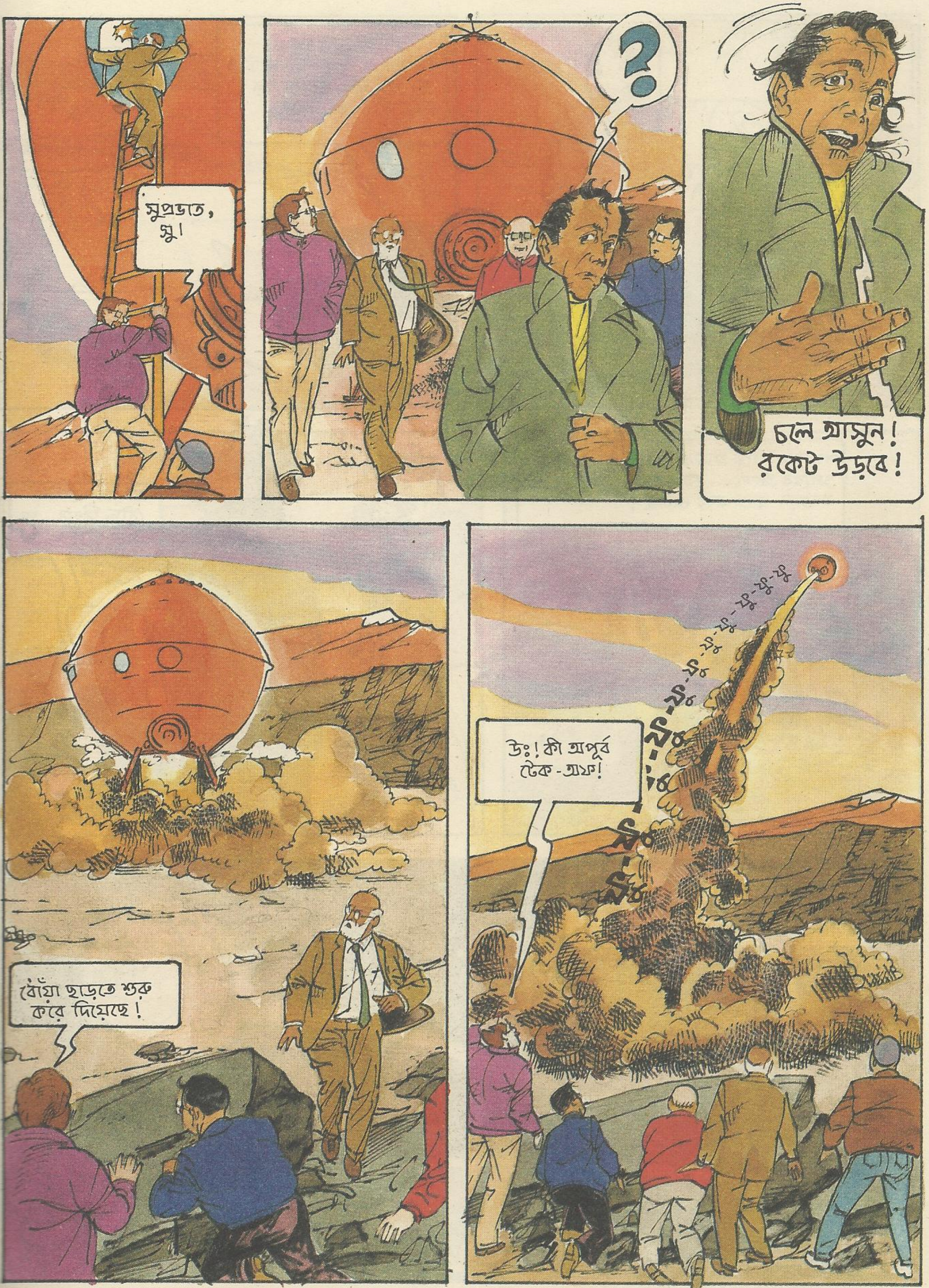
সুপ্রভাত, সু।
?
চলে আসুন! রকেট উড়বে!
ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে!
উঃ! কী অপূর্ব টেক-অফ!

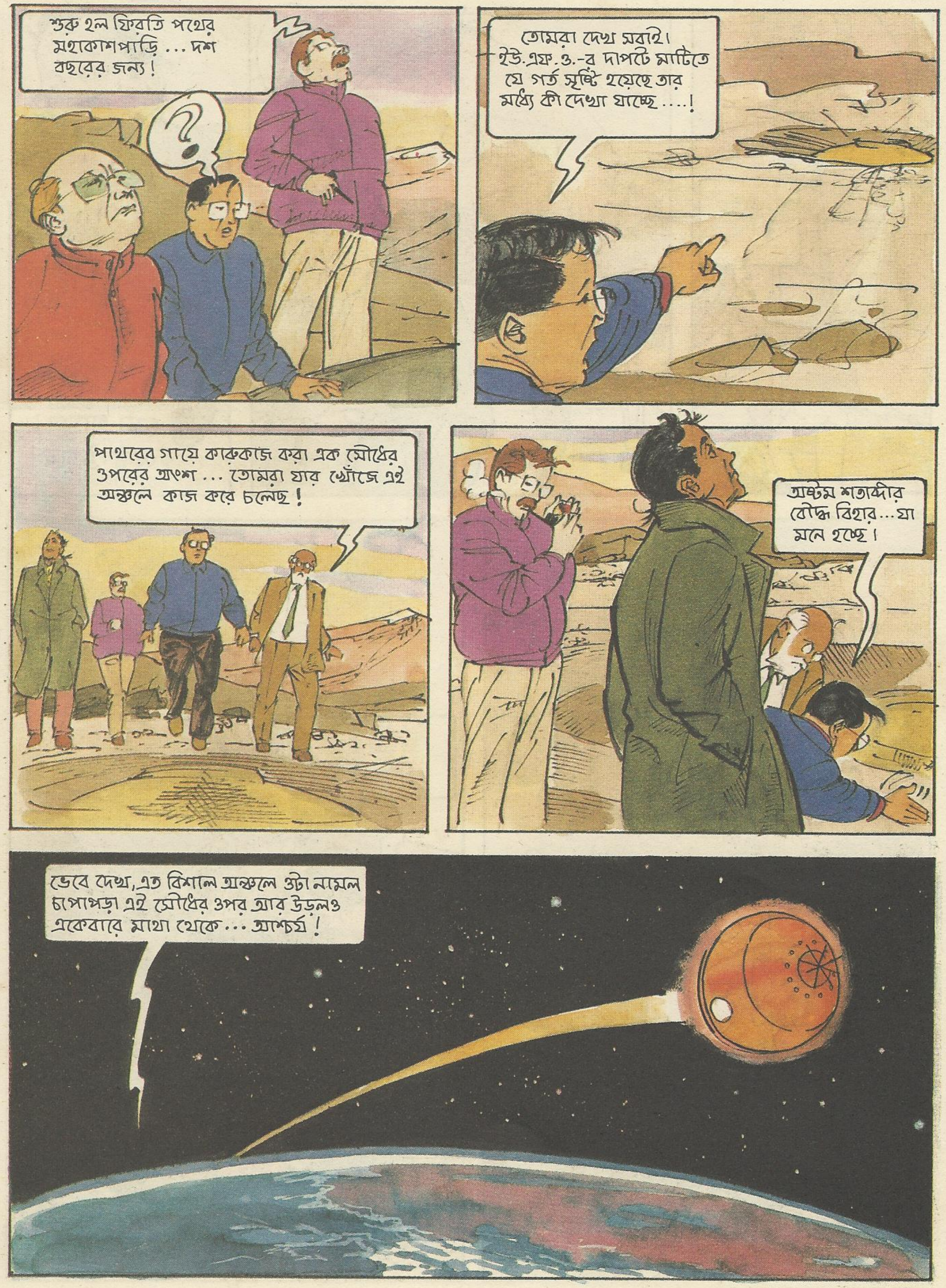
শুরু হল ফিরতি পথের মহাকাশপাড়ি ... দশ বছরের জন্য!
?
তোমরা দেখ সবাই। ইউ.এফ.ও.-র দাপটে মাটিতে যে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে কী দেখা যাচ্ছে ....!
পাথরের গায়ে কারুকাজ করা এক সৌধের ওপরের অংশ ... তোমরা যার খোঁজে এই অঞ্চলে কাজ করে চলেছ!
অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহার...যা মনে হচ্ছে।
ভেবে দেখ, এত বিশাল অঞ্চলে ওটা নামল চাপাপড়া এই সৌধের ওপর আর উড়লও একেবারে মাথা থেকে... আশ্চর্য!